সুপ্রভাত বাংলাদেশ

১০ হাজার জাহাজ শ্রমিক পাবে কারিগরি প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিবেদক

Posted on জানুয়ারী ১৮, ২০১৬ Author: suprobhat Categories: শেষের পাতা

অ্যাসোসিয়েশন অভ এক্সপোর্ট অরিয়েন্টেড শিপবিল্ডিং ইন্ডাস্ট্রিজ অভ বাংলাদেশ (এইওএসআইবি)’ এবং ‘স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (এসইআইপি) ফিন্যান্স বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে ২৯ কোটি ৪২ লাখ টাকার একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। গতকাল শনিবার সকালে চট্টগ্রাম বোট ক্লাবে ওয়েস্টার্ন ক্রুজে স্বাক্ষরিত তিন বছর মেয়াদি এ চুক্তির আওতায় জাহাজ নির্মাণ শিল্পে কর্মরত নবীন ও প্রবীণ দশ হাজার জনকে ১০টি কারিগরি ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

চুক্তি স্বাক্ষর উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপসি’ত ছিলেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এবং এসইআইপি-এর ন্যাশনাল প্রজেক্ট ডিরেক্টর জালাল আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপসি’ত ছিলেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এবং এসইআইপি-এর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর আব্দুর রউফ তালুকদার এবং ‘বাংলাদেশ এমপ্লয়ারস ফেডারেশন’- এর সভাপতি সালাহউদ্দিন কাসেম খান।

চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন এইওএসআইবি-এর পক্ষে সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের পক্ষে অতিরিক্ত সচিব জালাল আহমেদ।

এসইআইপি বাংলাদেশের বিভিন্ন সম্ভাবনাময় সেক্টরের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এডিবি'র একটি প্রকল্প। এ প্রথমবারের মতো এসইআইপি এইওএসআইবি-এর মাধ্যমে জাহাজ নির্মাণ শিল্পে কর্মরত কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তহবিল প্রদান করল।

এ প্রকল্পের অধীনে তিন বছর মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে ১ম বছর ২ হাজার জন এবং ২য় ও ৩য় বছর যথাক্রমে ৫ হাজার ৫শ জন ও আড়াই হাজার জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এ প্রোগ্রামের অধীনে ১০টি ক্ষেত্র হলো ওয়েল্ডিং এবং ফ্যাব্রিকেশন, মেশিনারি প্রতিস্থাপন, মেশিন টুলস্ অপারেশন, পাইপিং, ইলেকট্রিক্যাল ও নেভিগেশন, ইক্যুইপমেন্ট প্রতিস্থাপন, এইচভিএসি প্রতিস্থাপন টেকনোলজি, পেইন্টিং, সিএনসি অপারেশন, ক্যাড অ্যান্ড ক্যাম এবং কোয়ালিটি কন্ট্রোল।

চুক্তিস্বাক্ষর পূর্ব এক আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, জাহাজ নির্মাতারা

এ তিন বছরের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্পর্কে অত্যন্ত আশাবাদী এবং এর ফলে জাহাজ নির্মাণ শিল্পের নৈপুণ্য আরও উৎকর্ষতা লাভ করবে। ফলশ্রুতিতে উৎপাদনশীলতা বাড়বে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের জাহাজ নির্মাণ শিল্পের গ্রহণযোগ্যতা আরও বৃদ্ধি পাবে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জালাল আহমেদ বলেন, 'জাহাজ নির্মাণের ইতিহাস অনেক পুরোনো। এইওএসআইবি-এর সাথে এটা আমাদের সপ্তম চুক্তি। দেশের নতুন নতুন সম্ভাবনাময় শিল্পে বিনিয়োগের জন্য সরকার এগিয়ে আসছে। আমরা বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, বিটিএমএ, বেসিস, নাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ও কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং সহ অন্যান্য সম্ভাবনাময় শিল্পে তহবিলের যোগান দিয়ে আসছি। সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে। সরকার টাকা নিয়ে বসে আছে। সরকার আরো টাকা দেবে। নিজে থেকে এগিয়ে এসে বিনিয়োগ করছে। জাহাজ নির্মাণ শিল্পে যে বিদেশি টেকনিশিয়ান জড়িত আছে তাদের বেতন বাবদ খরচ হয়ে ৭.৫ মিলিয়ন ডলার। বর্তমান প্রকল্পের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এখন থেকে এসব কাজে দেশীয় দক্ষ শ্রমিক ব্যবহার করা যাবে। এ প্রোগ্রামের মাধ্যমে জাহাজ রপ্তানি শিল্পের জনবল উন্নতমানের কারিগরি প্রশিক্ষণ লাভ করে জাহাজ শিল্পের উৎপাদনশীলতা বহুগুণে বৃদ্ধি করবে।'

তিনি আরও বলেন, 'সরকারের একার পক্ষে দেশের মানবসম্পদকে কাজে লাগানো সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে প্রাইভেট সেক্টরকে এগিয়ে আসতে হবে। সরকার নার্সিং ও ট্যুরিজম শিল্পের প্রসারেও কাজ করে যাচ্ছে। বিশ্বকাপ উপলক্ষে কাতার ১০ হাজার দক্ষ জনশক্তি বাংলাদেশ থেকে আমদানি করবে যাদেরকে এ প্রকল্পের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে।'

চুক্তি স্বাক্ষরের পর অনুভূতি জানতে চাইলে এইওএসআইবি-এর সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন সুপ্রভাত বাংলাদেশকে বলেন, 'মানবসম্পদ উন্নয়ন একটি মহৎ কাজ। আমাদের জন্য এটি একটি আনন্দের এবং স্মরণীয় ঘটনা। এসোসিয়েশন ৮টি শিপইয়ার্ড নিয়ে কাজ শুরু করেছিল। বর্তমানে এসোসিয়েশনের সদস্য ২০। এ প্রশিক্ষণের ফলে জাহাজ নির্মাণ শ্রমিকদের যারা বিদেশে যাবে তাদের বেতন ১শ' ডলার থেকে ১ হাজার ডলার বৃদ্ধি পাবে। চট্টগ্রাম থেকে ট্রেনিং শুরু করব। আস্তে আস্তে এভাবে আমরা ১০ লাখ শ্রমিককে তৈরি করতে পারব। সরকার আমাদের টাকা দিচ্ছে, আমরা বিনিময়ে সরকারকে দক্ষ মানবসম্পদ দেব।'